প্রতারণার অভিযোগে গ্রেফতার ১

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ জমি দেওয়ার নামে একাধিক ব্যক্তিকে প্রতারণার অভিযোগে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলি এলাকার হরিদেবপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করল এক ব্যক্তিকে। তার নাম দীপঙ্কর নস্কর। এদিন পুলিশ দীপঙ্করকে আদালতে হাজির করলে বিচারক আরও তদন্তসাপেক্ষে ১৯ এপ্রিল পর্যন্ত তাকে পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেয়। জানা গিয়েছে, দীপঙ্কর তিন আরপিএফ জওয়ান সহ বেশ কিছু ব্যক্তিকে জমি বিক্রি করার লোভ দেখিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয়। দীর্ঘদিন ধরে জমি রেজিস্ট্রি করার অনুরোধ জানিয়েও তাঁরা ব্যর্থ হন। এরপরে তাঁরা ধৃত দীপঙ্করের নামে হরিদেবপুর থানায় প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ শনিবার রাতে দীপঙ্করকে গ্রেফতার করে।

রবিবার ১১১১ মিটার পতাকা নিয়ে তাজমহলে সর্বধর্ম মিছিল। – পিটিআই

কোন্দল কাটিয়ে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করল কংগ্রেস

বেঙ্গালুরু, ১৫ এপ্রিল ঃ গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাটিয়ে অবশেষে কর্ণাটকের ২১৮টি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া চামুণ্ডেশ্বরী আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। তাঁর ছেলে ডঃ যথীন্দ্র বরুণা আসনে প্রার্থী হয়েছেন। তবে প্রার্থীদের নাম ঘোষণার আগে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া শিবির এবং মল্লিকার্জুন খাড়গে, বীরাপ্পা মইলির শিবিরের দড়ি টানাটানির খেলায় ফাঁপরে পড়তে হয় কংগ্রেস হাইকমান্ডকে। যদিও শেষমেশ নিজেদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় দুই শিবির। আগামী ১২ মে রাজ্যের ২২৫ আসনে বিধানসভা ভোট।

বিজেপি ইতিমধ্যেই প্রথম পর্বের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দিয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে দলের বৈঠকে নাম ঘোষণা নিয়ে সিদ্দারামাইয়া বনাম খাড়গে শিবিরের লড়াই চরমে পৌঁছোয়। খাড়গে অভিযোগ করেন, সিদ্দারামাইয়ার নেতৃত্বে দল নির্বাচনে লড়বে বলে ঘোষণা হওয়ার পর থেকে কর্ণাটকে দলের যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। কাকে প্রার্থী করা হবে, কোন আসনে দাঁড় করানো হবে সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যত একতরফাভাবে নিচ্ছেন সিদ্দারামাইয়া।

কর্ণাটক

সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধির সামনেই তাঁরা সিদ্দারামাইয়ার আচরণের বিরোধিতা করেন খাড়গে। তিনি জানান, টিকিট দেওয়ার ক্ষেত্রে দলের পুরোনো নেতা-কর্মীদের বদলে দলবদলুদের অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলকেশিনগরে কংগ্রেস নেতা প্রসন্ন কুমারের বদলে সদ্য জেডিএস থেকে দলে আসা অখণ্ড শ্রীনিবাস মূর্তিকে টিকিট দিতে চান সিদ্দারামাইয়া। এর জবাবে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, খাড়গের জন্যই মল্লিকায়া গুট্টেদার কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। শুধু প্রার্থী পদ নয়, মুখ্যমন্ত্রীর চামুণ্ডেশ্বরী এবং বাদামি দুটি আসন থেকে দাঁড়ানো নিয়েও আপত্তি তুলেছে খাড়গে শিবির। শেষপর্যন্ত অবশ্য চামুণ্ডেশ্বরী আসন থেকেই লড়তে হচ্ছে সিদ্দারামাইয়াকে।

তবে সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও খাড়গেরা জানেন, রাহুল গান্ধির বরাভয় রয়েছে তাঁর সঙ্গেই। শুধু তাই নয়, জয়ের সম্ভাবনা সম্পর্কে একশোভাগ নিশ্চিত হয়েই টিকিট বণ্টন করছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, কংগ্রেসের লক্ষ্য, যে কোনো মূল্যে কর্ণাটকে ক্ষমতা ধরে রাখা। তার জন্য দলের শীর্ষ নেতাদের আপত্তিকেও আপাতত কানে তুলতে নারাজ কংগ্রেস হাইকমান্ড।

মোদির অভ্যর্থনায় প্রস্তুত চার্লস, মে

লন্ডন, ১৫ এপ্রিল ঃ কমনওয়েলথ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির সরকার প্রধানদের সম্মেলনে (সিএইচওজিএম–চোগম) যোগ দিতে চারদিনের সফরে মঙ্গলবার, ১৭ এপ্রিল ব্রিটেনে পৌঁছোচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে নজিরবিহীন সংবর্ধনার প্রস্তুতি নিয়েছে ব্রিটেন। ভারত–ব্রিটেন বন্ধুত্ব কতটা পরিণত, মোদির এবারের সফরে ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের পক্ষে সেটাই তুলে ধরা হবে।

মোদির সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স চার্লস। মোদিকে স্বাগত জানাতে ভারত–ব্রিটেন প্রযুক্তিগত বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে টাটা – জাগুয়ারের গাড়ি স্বয়ং চালিয়ে আসবেন চার্লস।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে–র সঙ্গেই নয়, রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মোদি। মোদির সম্মানে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স চার্লস। মোদিকে স্বাগত জানাতে ভারত–ব্রিটেন প্রযুক্তিগত বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে টাটা – জাগুয়ার গাড়ি স্বয়ং চালিয়ে আসবেন চার্লস। এদিকে, ৫২টি দেশের সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে লন্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলন হবে ১৯ এপ্রিল। পরের দিন উইন্ডসর ক্যাসেলেও একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকেই স্বদেশের পথে পাড়ি দেবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

মহাত্মা গান্ধি ও জুনিয়ার মার্টিন লুথার কিংয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যে সফরসূচি তৈরি হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, লন্ডনের ঐতিহাসিক–সেন্টার হল ওয়েস্টমিনিস্টারে ভাষণ দেবেন মোদি এবং তার লাইভ টেলিকাস্ট দেখানো হবে। বিজেপির বিদেশ বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত নেতা বিজয় চৌথাইওয়ালে জানিয়েছেন, ইউরোপ ইন্ডিয়া ফোরাম আয়োজিত 'ভারত কি বাত সবকি সাথ' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে সরাসরি যেকোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা যাবে। তবে কারা প্রশ্ন করবেন, তা অনলাইনে ব্যালটের মাধ্যমে নির্ধারিত হচ্ছে। মোট দু–হাজার ব্যক্তির নাম রেজিস্ট্রি করা হবে।

অতীতের মেথডিস্ট সেন্ট্রাল হলই বর্তমানের সেন্টার হল ওয়েস্টমিনিস্টার। ১৯৩১ সালে সেখানেই ভাষণ দিয়েছিলেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি। বক্তৃতা দিয়েছেন বর্ণবাদ বিরোধী নেতা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়ার, দলাই লামা এবং প্রিন্সেস ডায়ানাও।

১৮ এপ্রিল 'ভারত কি বাত সবকি সাথ' অনুষ্ঠানের আগেই রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের সঙ্গে মোদির সাক্ষাতের সূচি নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারত–ব্রিটেন প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব নিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে–র সঙ্গে তাঁর বৈঠকও আগামী বুধবার। পরের দিন কমনওয়েলথ সম্মেলন।

বুধবার থেকে পার্টি কংগ্রেস

কংগ্রেসকে নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে সিপিএম

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ এক পক্ষ চায় কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপির মোকাবিলা করতে। অপর শিবির আবার বিজেপির উত্থানের জন্য কংগ্রেসকেই দায়ী করছে। এই দুই শিবিরের তত্ত্ব নিয়েই আগামী বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে সিপিএমের ২২ তম পার্টি কংগ্রেস। দুই পক্ষের সংঘাত যে তীব্র হচ্ছে তার ইঙ্গিত মিলেছে আজ। দলের কৃষক সংগঠন সারা ভারত কিষাণ সভার নেতা কে কৃষ্ণপ্রসাদ জানিয়েছেন, আরএসএস–বিজেপিকে হারানোর জন্য শ্রমিক–কৃষক ঐক্য যেমন গড়ে তোলা দরকার তেমনি কংগ্রেস সহ সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দলকে নিয়ে জোট করাটাও জরুরি। দলের মুখপত্র 'পিপলস ডেমোক্র্যাসি'তে কৃষ্ণপ্রসাদ জানিয়েছেন, বাম–কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক কী হবে তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করার বদলে বিজেপি বিরোধী জোটের নেতৃত্বের ভূমিকা কী হবে সেদিকেই নজর দেওয়া উচিত। সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি কংগ্রেসকে সঙ্গে নিয়ে গেরুয়া শিবিরের মোকাবিলা করতে চান। অপরদিকে দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত বাম–গণতান্ত্রিক জোটের কথা বললেও কংগ্রেসের হাত ধরার পক্ষপাতী নন। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন পার্টি কংগ্রেসে দুই শিবিরের তত্ত্বের মধ্যে লড়াই অনিবার্য। রবিবার দলের পলিটব্যুরো নেতা বিভি রাঘবুলু জানান, চারদিন ধরে চলা পার্টি কংগ্রেসের শেষ দিন নতুন সাধারণ সম্পাদক এবং কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হবে। এই পার্টি কংগ্রেসে সীতারাম ইয়েচুরি আর সাধারণ সম্পাদক নাও হতে পারেন।

আরএসএস–বিজেপিকে হারানোর জন্য শ্রমিক–কৃষক ঐক্য যেমন গড়ে তোলা দরকার তেমনি কংগ্রেস সহ সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দলকে নিয়ে জোট করাটাও জরুরি।

মোদিকে চিঠি পড়ুয়াদের

নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ কাঠুয়া ও উন্নাওয়ের ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিল ব্রিটেনে পড়তে যাওয়া ভারতীয় পড়ুয়াদের একাধিক সংগঠন। ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট, অক্সফোর্ড ইন্ডিয়া সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ম্যাঞ্চেস্টার, স্যালফোর্ড ইন্ডিয়া সোসাইটি, ভারত পরিবার, কুইন মেরি ইন্ডিয়া সোসাইটির মতো একাধিক সংগঠন জানিয়েছে, আপনি লন্ডনে এসে 'ভারত কি বাত সবকে সাথ'–এর সভায় বক্তব্য রাখবেন। অনুষ্ঠানে আমরা আপনাকে প্রশ্ন করব, উত্তরপ্রদেশ ও জম্মু–কাশ্মীরে নাবালিকাদের ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তরা কবে সাজা পাবে? ১৭ এপ্রিল লন্ডনে যাওয়ার কথা নরেন্দ্র মোদির। তার আগে সেখানে পাঠরত ভারতীয় পড়ুয়াদের এই চিঠি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২ মন্ত্রীর ইস্তফাপত্র রাজ্যপালের কাছে পাঠালেন মেহবুবা

শ্রীনগর, ১৫ এপ্রিল ঃ বিজেপির দুই মন্ত্রীর ইস্তফাপত্র রাজ্যপালের কাছে পাঠিয়েছেন জম্মু–কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। শনিবার রাজ্য মন্ত্রীসভা থেকে সরে দাঁড়ানোর কথা জানিয়েছিলেন লাল সিংহ ও চান্দের প্রকাশ গঙ্গা। বিজেপির দুই বিধায়ক–মন্ত্রী কাঠুয়ায় ৮ বছরের শিশুকে গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের সমর্থনে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। প্রবল সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেন তাঁরা। এদিন তাঁদের পদত্যাগের চিঠি রাজ্যপাল এনএন ভোরার কাছে পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিজেপি মন্ত্রীদের পদত্যাগে পিডিপি–বিজেপি জোট সরকারের সংকট আপাতত কাটল। গত কয়েকদিন ধরে কাঠুয়া গণধর্ষণকে কেন্দ্র করে শাসক জোটের দুই শরিক দলের মধ্যে বিরোধ বাড়ছিল। ধর্ষণে অভিযুক্তদের সমর্থনে জম্মুতে মিছিলের আয়োজন করেছিল হিন্দু একতা মঞ্চ। তাদের মিছিলে যোগ দেন লাল সিংহ ও চান্দের প্রকাশ। অন্যদিকে, ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায়। দোষীদের দ্রুত শাস্তির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি। কাঠুয়া কাণ্ডের জেরে কাশ্মীরের শাসক জোটে সংকট দেখা দেওয়ায় জম্মু উড়ে যান বিজেপি নেতা রাম মাধব। এরপরই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন বিজেপির মন্ত্রীরা। যদিও রাম মাধবের দাবি, দুই মন্ত্রীর পদত্যাগের পিছনে পিডিপির তরফে কোনো চাপ ছিল না। পিডিপি সূত্রে খবর, দলের তরফে বিজেপি নেতৃত্বকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, দুই মন্ত্রী পদত্যাগ না করলে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেবেন মেহবুবা। এদিন শিশুধর্ষণ কাণ্ডে অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের সাজার দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা।

কাঠুয়া কাণ্ড

ফের দলের বিষনজরে মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশু

কলকাতা, ১৫ এপ্রিল (সংবাদ) ঃ মুকুল–পুত্র শুভ্রাংশু রায়কে গুরুত্ব দিচ্ছে না দল। এমনকি তাঁরই স্কুলের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণও জানানো হচ্ছে না তাঁকে। এর জন্য দলীয় নেতা–মন্ত্রীদেরই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ফের সমালোচনার মুখে পড়লেন শুভ্রাংশু। এদিন প্রায় ধমকের সুরেই তাঁকে বাচ্চা ছেলে বলে আখ্যা দিয়ে বাচ্চাদের মতোই মন দিয়ে দলের কাজ করার নির্দেশ দিলেন দলের জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

এদিন শুভ্রাংশু অভিযোগ করেন, যে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তিনি, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন সেই স্কুলের কোনো অনুষ্ঠানে তাঁকে ডাকা হচ্ছে না। তাঁর অন্যতম কারণ হল তাঁর দলেরই কিছু নেতার কারসাজি। তিনি বলেন, উত্তর ২৪ পরগনায় রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র ছাড়া এমন কোনো বিধায়ক নেই, যিনি তাঁর যোগ্যতার ধারেকাছে আসতে পারেন। অন্যদের থেকে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতাও কম নয়। এছাড়া অন্যদের মতো তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ফৌজদারি মামলাও নেই। তিনি শুধুমাত্র চক্রান্তের শিকার হচ্ছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি মুকুল রায়ের ছেলে। উল্লেখ্য, এদিন শুভ্রাংশুর স্কুলে বসেছিল স্বাস্থ্য শিবির। সেই শিবিরে দলের একাধিক বিধায়ক ও সাংসদ আমন্ত্রিত হলেও স্থানীয় বিধায়ক বা স্কুলের প্রাক্তনী হিসেবেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হন তিনি। এর উত্তরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মুকুল রায়ের নাম উল্লেখ না করেই বলেন, 'ওটা শুভ্রাংশুর বক্তব্য নয়। কেউ ওঁকে শিখিয়ে দিয়েছে বা লিখে দিয়েছে।'